ছাত্রী নিপীড়নের প্রতিবাদ রূপ নেয় বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনে

ডেটলাইন ২৩ জুলাই, রাত ৩.৩০ মিঃ

'দ্যাখ তোরা এইট পাস পুলিশের জোর বেশি না ভার্সিটির ডিগ্রীর জোর বেশী?'

'এইটার দাম পাঁচশ' টাকা -এটার দাম তিনশ' টাকা'

'ছাত্রীগুলাকে লাথি মার....'

পাঠক, কল্পনা করুন। মধ্যরাতে ছাত্রী হল থেকে টেনে-হিঁচড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষিতা মেয়েদের প্রহার, চুল ধরে টানা-হেঁচড়া করে পিকআপ ভ্যানে তুলছে পুলিশ।

তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছে। তদন্ত কমিশন কাজ করছে। তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হবে। কিন্তু, কি প্রতিকার এই অন্যায়ের? আরো দু'বছর আগে যেমন প্রতিকার পায়নি জাহাঙ্গীরনগরের ধর্ষিতা ছাত্রীরা।

ডেটলাইন ২৪ জুলাই

বিচ্ছিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। স্তব্ধ বাংলাদেশ। হাজত থেকে ছাত্রীদের ছাড়াতে ভিসি, প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর কিংবা হাউস টিউটররা গেলেন না। গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকেরা যদি তাঁর বিভাগের কোন ছাত্রী হাজতবাসী হয়ে থাকে, এই আশঙ্কায়! হুলিয়াপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ১৮ বৈধ ছাত্রী পুলিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ডেটলাইন ২৫ জুলাই

স্বাধীনতার পরে একত্রিশ বছরের মাথায় এই প্রথম 'অপরাজেয় বাংলার' চোখে পরানো হলো কালো কাপড়। সারাদিন মিছিল মুখরিত ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয়ে অঘোষিত ধর্মঘট সূচনা। সমস্ত পরীক্ষা ও ক্লাস স্থগিত। রাজনৈতিক কোন স্বার্থসিদ্ধি নয়, নিতান্ত মানবিক তাগিদ হতেই স্ফুরিত হলো আন্দোলন। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন।

ডেটলাইন ২৬ জুলাই

বৃহস্পতিবারের মন্থরতা সত্ত্বেও ক্যাম্পাসে এদিনও হলো না কোন পরীক্ষা। মিছিল চললো। শনিবার ক্যাম্পাসে ব্যাপক সমাবেশের ঘোষণা দেয়া হলো।

ডেটলাইন ২৭ জুলাই

১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পরে বৃহত্তম মিছিল সংগঠিত হলো ক্যাম্পাসে।

ডেটলাইন ২৮ জুলাই

২৭ জুলাই মধ্যরাতেই ভিসি আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। ছেলেদের হলগুলো থেকে হাজার হাজার ছেলে বের হয়ে আসে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ করে। আহত ছাত্রদের কাঁটা তারের বেড়ার ওপর ছুঁড়ে ফেলা হয়। আহত ছাত্ররা সারারাত আকাশের নীচে কাটায়। সকাল সাড়ে সাতটায় কুয়েত মৈত্রী হল থেকে মেয়েরা। প্রথম মিছিল বের করে রোকেয়া হলের সামনে চলে আসে। অপরাজেয় বাংলার নীচে রাত কাটানো শত শত ছেলেও চলে আসে রোকেয়া হলের সামনের চত্বরে। পুলিশ ইতিমধ্যে নীলক্ষেত ও শাহবাগ মোড়সহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবার সকল প্রবেশমুখে কঠোর ব্যারিকেড গড়ে তুলেছে। ঢুকতে দেয়া হলো না অন্য কোন ছাত্র-ছাত্রীকে।

বাংলাদেশের ক্যাম্পাস ইতিহাসে এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় 'অনির্ধারিত বন্ধে'র ঘোষণা অগ্রাহ্য করে ছাত্র-ছাত্রীরা 'রোকেয়া হল'কে মুক্ত হল ও হল সংলগ্ন এলাকাকে 'মুক্ত এলাকা' ঘোষণা করে। রোকেয়া হল প্রশাসন হলে বিদ্যুৎ ও পানি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। দিনভর চলে প্রতিবাদী গান, ব্যঙ্গাত্মক ছড়া ও কার্টুন প্রদর্শনী। প্রতীকী 'ভিসির গদি'তে আগুন ধরানো হয়।

ডেটলাইন ২৯ জুলাই

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র-ছাত্রীরা আমরণ অনশন শুরু করে।

ডেটলাইন ৩১ জুলাই

অবশেষে ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগ। ছাত্র-ছাত্রীদের অনশন ভঙ্গ। তবে সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলন চলবে।

প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ঔজ্জ্বল্যে এই আন্দোলন স্পর্শ করলো প্যারিসের ১৯৬৮ সালের ছাত্র আন্দোলন (যার ওপর ফরাসী চলচ্চিত্রকার জাঁ লুক গদার নির্মাণ করলেন 'লা শিনয়' সিনেমা), '৬৮-রই চেক ছাত্র আন্দোলন যা 'প্রাগ বসন্ত' নামে সমধিক পরিচিত (যে আন্দোলন নিয়ে মিলান কুন্দেরা লিখেছেন 'লাইফ ইজ এলসহোয়্যার' উপন্যাস) বা ১৯৮৯-এর তিয়েন আনমেন ছাত্র আন্দোলন। ❑ অদিতি ফাল্গুনী